শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ” সেই নির্গুণ ভক্তিযোগটি লাভ করিবার হেতুরূপ নিষ্কামভাবে সম্যগ্-অনুষ্ঠিত স্বধর্ম্মে এবং প্রবলতর শ্রদ্ধার সহিত নিত্য অনুষ্ঠিত অতিশয় হিংসাশূন্য নিষ্কামক্রিয়াযোগে আমার শ্রীমূর্ত্তি-উপাসনার অবশ্যকর্ত্তব্যতা উল্লেখ করিয়াছেন। সেই উক্তিতে “নাতি-হিংস্রেন” অর্থাৎ অতিশয় হিংসা না করিয়া নারদ পঞ্চরাত্রাদির বিধি অনুসারে অর্চ্চনাদি-লক্ষণা ক্রিয়াযোগের “পত্র-পুষ্প-অবচয়নরূপ” কিছু হিংসারও বিধান করা হইয়াছে। যেহেতু “অতিশয় হিংসা করিবে না”—এইরূপ উল্লেখ থাকায় কিছু হিংসা করিবে এইরূপ সম্মতিই প্রকাশ পাইয়াছে। সেই হিংসাটি নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য না করিয়া ভগবদ্ভক্তি-রক্ষার অনুকুলে যতটুকু হিংসা করা প্রয়োজন, ততটুকু পরিমাণে সাত্ত্বিকা হিংসায় কোন দোষ হইতে পারে না। প্রত্যুত ভক্তি-অঙ্গ পোষণ-জন্য গুণই হইয়া থাকে। ভক্তির অনুকুলে সাত্ত্বিকী উদ্ভিজ্জজাতির হিংসা না করিলে শ্রীবিগ্রহসেবা পূজাদি ভক্তি-অঙ্গ অনুষ্ঠানই হইতে পারে না। অতএব, অন্যভূতের অনাদর করিবে না—ভগবদধিষ্ঠান-দৃষ্টিতে সর্ব্বভূতে আদরই করিবে, ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উপদেশের মর্ম্মার্থ এইরূপই বুঝিতে হইবে। স্বতন্ত্রভাবে দেবতান্তরের উপাসনাকে কিন্তু ধিক্কারই করা হইয়াছে। অতএব, “অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামম্”—এই শ্লোকের ব্যাখ্যাটি অতি সুন্দরই করা হইয়াছে। ৬।৯ অধ্যায়ে দেবগণ শ্রীমান্ আদিপুরুষকে এইরূপ স্তব করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

তথা—কঃ পণ্ডিতস্তদপরং শরণং সমীয়াদ্ভক্ত প্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ। সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামানাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥ ১০৭ ॥

সুহৃদো হিতকারিস্বভাবাত্তত্রাপি কৃতজ্ঞাদুপকারাভাসেঽপি বহুমন্বানাৎ যো ভজতো ভজমানায় সর্ব্বান্কামানভীষ্টানভি সর্ব্বতোভাবেন দদাতি। তত্র সুহৃদঃ সুহৃদে সপ্রীতয়ে ত্বাত্মানমপি দদাতি। ন চ সর্ব্বতোভাবেন দানে তাদৃশেভ্যো বহুভ্যো দানে বা সমাবেশাভাবাৎ স্যাদিত্যাহ, উপচয়েতি ॥ ১০।১৮ ॥ অক্রুরঃ শ্রীভগবন্তম্ ॥ ১০৭ ॥

শ্রীঅক্রুর মহাশয় নিজগৃহে অভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া যথোচিত পূজাদি করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিয়াছিলেন—হে প্রভো! কোন্ পণ্ডিতজন ভক্তপ্রিয় সত্যবাক্ সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞ তোমাকে ছাড়িয়া দেবতান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করে! যেহেতু, তুমি নিজ ভজনকারী সুহৃজ্জনকে তাহাদের অভিলষিত সর্ব্বভোগ দান করিয়াও সেই দানে নিজে পরিতৃপ্ত না হওয়ায় আত্মদান